```
বন্ধুমহল সোসাইটির গঠনতন্ত্র
নামঃ বন্ধুমহল সোসাইটি 2009(BMS)
   একটি বিজনেস প্লাটর্ফম
          গঠনতন্ত্ৰ
  বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
  ১ম ভাগঃ সংগঠনের পরিচিতি
চট্রগ্রাম..বিভাগের কুমিল্লা.জেলার.তিতাস উপজেলার.জিয়ারকান্দি ইউনিয়নে জনকল্যাণমূলক বা
আর্তমানবতার সেবায় কাজ করার লক্ষ্যে.01-01-2009 সালে প্রতিষ্টিত হয়..বন্ধুমহল সোসাইটি 2009
অনুচ্ছেদ-১
সংগঠনের নামকরণ এবং স্লোগান:
এই সংগঠনের নাম...বন্ধুমহল সোসাইটি 2009 নামে অভিহিত হবে। সংগঠনের স্লোগান  হবে-..মানবতার
কল্যানে পাশে আছি আমরা.
অনুচ্ছেদ-২
সংগঠনের ধরণ এবং বৈশিষ্ট্য:
.বন্ধুমহল সোসাইটি 2009  একটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, অরাজনৈতিক,লাভজনক, বিজনেস প্লাটর্ফম,এবং
সামাজিক,গণতান্ত্রিক জনকল্যাণমুখী সংগঠন।এই সংগঠন বন্ধুমহল সোসাইটি 2009 দ্বারা পরিচালিত হবে।
যেহেতু এটি একটি বিজনেস প্লাটর্ফম ।অদূর ভবিৎষ্যতে বন্ধুমহল সোসাইটি 2009, লিমিটেড কোম্পানি ও
গ্রুপ অব কোম্পানি হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। বন্ধুমহল সোসাইটি 2009 এর 10% লাভংশ বন্ধু মহল মানব
কল্যান ফাউন্ডেশনের জন্য বরাদ্ব থাকবে।
অনুচ্ছেদ-৩
সংগঠনের কার্যালয়:
কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গোপালপুর..গ্রামের/জিয়ারকান্দি ইউনিয়নের/ তিতাস উপজেলার/
কুমিল্লা জেলার/চট্রগ্রাম বিভাগের যে কোন জায়গায় স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কেন্দ্রীয় কার্যলয় স্থাপন করতে
পারবে।পরবর্তীতে সংগঠনের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা সাপেক্ষে যে কোন সুবিধাজনক স্থানে নিজস্ব অথবা
ভাড়া করা ভবনে সংগঠনের স্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করা হবে।তবে এক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের কমপক্ষে দুই
তৃতীয়াংশ সদস্য একমত হতে হবে।অন্যথায় উপদেষ্টা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য
হবে।
অনুচ্ছেদ-৪
কার্য এলাকা:
এই প্রতিষ্ঠানের কার্য এলাকা প্রাথমিকভাবে...... গ্রামে/ইউনিয়নে/উপজেলায়/জেলায়/বিভাগে সীমাবদ্ধ
থাকবে।পরবর্তীতে আলাদা আলাদাভাবে কার্যনির্বাহী পরিষদ এবং উপদেষ্টা পরিষদের দুই তৃতীয়াংশ
সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে কার্য এলাকা সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।
অনুচ্ছেদ-৫
সংগঠনের লোগো/মনোগ্রামের বিবরণ:একটি গোলবিএের বিতরে মাঝখানে.বড় করে BMS ও.বন্ধু মহল
সোসাইটি 2009 লিখা থাকবে।
অনুচ্ছেদ-৬
" 1 সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য"
(০২) এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের কল্যানুমূলক কর্ম যা আমাদের সংগঠনের সকল সদস্যদের
মধ্যে ঐক্য ও পারস্পরিক সু-সম্পর্কের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।
(০৩) সকল সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।
(০৪) প্রতি মাসের চাঁদা ১-১০ তারিখ এর মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যদের নিকট জমা দিতে হবে।
(০৫) পূর্ব নির্ধারিত সভায় প্রত্যেকের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক।
(০৬) সংগঠনের উন্নয়নের জন্য প্রত্যেকের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করা কাম্য।
(০৭) সকল সদস্য পরিছন্ন মনের ও সমমনা হয়ে সংগঠনের আদর্শ ও কর্মসূচির সাথে সম্মিলিতভাবে একমত
পোষণ করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে সংগঠনের কোনরূপ প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হয়।
(০৮) সংগঠনের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা, সুবিধা-অসুবিধা,অনুকূল ও প্রতিকূল যে কোন আইনি বাধা-বিপত্তি
ও ক্রিয়াকলাপসহ সমুদয় দায়ভার ও ঝুঁকি সকল সদস্য সমভাবে বহন করবেন।
(০৯) সংগঠনের সদস্যদের যখন যে দায়িত্ব দেয়া হবে সকল কাজ সতস্পুর্তভাবে পালন করতে হবে।
(১০) গরীবদের মাঝে শীতবস্র প্রদান করা।
(১১)সেচ্ছায় রক্ত দান ও সামাজিক এবং শিক্ষা কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।
(১২) এলাকাবাসির মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের প্রত্যয় সৃষ্টি করা।
(১৩) এলাকার গরীব, অসহায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া লেখা চালিয়ে যেতে সহায়তা বা উদ্ভুদ্ব করা।
(১৪) ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও সৃজনশীলতার সর্বাধিক বিকাশের লক্ষ্যে তাদেরকে প্রণোদিত ও সংগঠিত করা ও
মেদাবী ছাত্র ছাত্রীদেরকে উপবৃত্তি প্রদান করা।
(১৫) রমজান মাসে অসহায় গরিবদের মাঝে ইফতারি সামগ্রী বিতরন করা ও ইফতারি পার্টি আয়োজন করা।
(১৬) "ঈদ উৎসব" ঈদের আগের দিন অসহায় গরিবের মাঝে ঈদ প্যাকেজ বিতরন করা।
(১৭) সমাজের সবার মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা বোধ সৃষ্টি করে সমাজ সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
(১৮) সামাজিক সংগঠনের প্রতিটি সদস্যকে কাজের মাধ্যমে সফল, স্বয়ংক্রিয় ও স্বেচ্ছাসেবী হয়ে ওঠার লক্ষ্যে
ক্ষমতায়িত করা।
(১৯) শিশু কল্যাণঃ এলাকার গরীব শিশু-কিশোরদের অক্ষরদান দেয়ার জন্য গণশিক্ষা কেন্দ্র/পাঠাগার প্রতিষ্ঠা
করা এবং দরিদ্র শিশুদের খেলাধুলার পাশাপাশি সু-স্বাস্থ্য নিশ্চিত কল্পে ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং
বাল্যবিবাহ/যৌতুক প্রথা রোধে সভা-সেমিনার ও গনসচেতনতা সৃষ্টি করা।
(২০) এলাকার মাদকাসক্ত,জুয়াড়ি,বখাটে ও অপরাধীদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষে বিনোদন,
গনসচেতনতা ও চিকিৎসার ব্যাবস্থা করা এবং কর্মসংস্থানের জন্য উৎসাহ প্রদান করা।
(২১) মাদক মুক্ত এলাকা গড়তে প্রশাসনকে সহযোগিতা করা
(২২) সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ হইতে জনগণকে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে চিত্ত-বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর
ব্যবস্থা করা।
(২৩) যে কোন সেবামূলক কাজে জনগনকে উদ্ভুদ্ব করা এবং জনগনকে সেবামূলক কাজে সহযোগিতা করা।
(২৪) দেশের দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, মহামারী, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, সকল প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগে
সাহায্য সামগ্রী নিয়ে ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে এগিয়ে যাওয়া।
(২৫) ফুটবল, ক্রিকেট বেটমিন্টন টুর্নামেন্ট ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
কখনো যদি সংগঠন কোম্পানিতে রুপান্তরিত হয়।
কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি
শেয়ার মালিকগণ (Shareholders)
পরিচালনক পর্ষদ (Board of Directors)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (Managing Directors)
মহাব্যবস্থাপক (General Manager)
ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধি (Managing Agent)
কোম্পানির সচিব (Company Secretary)
বিভাগীয় ব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তাগণ (Departmental Managers & Officers)
সদস্য
1)
অনুচ্ছেদ - ৮
সদস্য ভর্তি শর্তাবলী/নিয়মাবলি
1) বন্ধু মহল সোসাইটি 2009 এর মুল উদ্দেশ্যই হলো ক্ষুদ্র সঞ্চয় দ্বারা সাবলম্বি হওয়া তাই সদস্য হতে হলে
দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে সদস্য হতে হবে।
2) সংগঠনের মেয়াদকাল 10 বছরের। অবশ্য 10 বছর পর সংগঠন বিলপ্তি ঘোষনা করা হবেনা।
3) নোটারী পাবলিক থেকে স্ট্যাম্প করে,তাতে সকল সদস্যের নাম,ঠিকানা,সাক্ষর,মোবাইল নাম্বার,ও নমনির
নাম উল্ল্যেখ থাকবে
4) সদস্য হতে যা লাগবে পাসর্পোট সাইজ ছবি 2 কপি,নমনির পাসর্পোট সাইজ ছবি 2 কপি এবং জাতীয়
পরিচয়পত্র/জন্মনিবন্ধনের ফটো কপি
5) এক জন সদস্য সংগঠনে শুধু মাত্র একটি পদ গ্রহন করিতে পারবেন।
6) তিন জন হিসাব রক্ষক সংগঠনের যাবতীয় হিসাব সংরক্ষন করবে। অর্থ সম্পাদক,সেক্রেটারী,ও সভাপতি।
তারা চাইলে হিসাব রক্ষক ও নিয়োগ দিতে পারবে।
7) কোনো সদস্য 10 বছরের আগে তার সদস্য পদ বাতিল করতে পারবে না। কেউ ইচ্ছে করলে 10 বছর পর
তার সদস্য পদ বাতিল করতে পারবে।
8) কোনো সদস্য সংগঠন হইতে টাকা ধার-দেনা,লোন নিতে পারবে কি পারবে না। সে বিষয়ে কমিটির সিন্ধান্তই
চুরান্ত বলে গন্য হবে।
9) সংগঠনের লাভ লোকশাস সকল সদস্য সমান ভাবে বহন করিতে বাধ্য থাকিবেন।
10) কোনো একক সিন্ধান্ত গ্রহনযোগ্য হবেনা।
11) প্রত্যেক সদস্যকে 1থেকে15 তারিখের মধ্যে 1000 টাকা সঞ্চয় ফান্ডে তথা ক্যাশিয়ারের নিকট জমা দিতে
হবে। 15 তারিখের উর্দ্ধে 2য় মাস পর্যন্ত সময় ক্ষেপন করলে 50/= বিলম্ব ফি দিতে হবে।
12) সংগঠন সুরক্ষিত রাখার জন্য ব্যাংকে জয়েন্ট একাউন্টে টাকা জমা রাখা হবে।
13) ক্যাশিয়ারে প্রতি মাসের টাকা প্রতি মাসের 20 তারিখে মধ্যে টাকা ব্যাংকে জমা করে দিবেন। জমাকৃত স্লিপ
গ্রুপে আপলোড দিবেন
14) পরপর তিন মাস সঞ্চয় টাকা জমা না দিলে,তার সদস্য পদ স্থগিত করা হবে। সদস্য পদ সচল করতে
কমিটির সিন্ধান্তই চুরান্ত বলে গন্য হবে
15) স্থগিত কৃত সদস্যের সঞ্চয়কৃত টাকা সংগঠনর মেয়াদ তিন বছর শেষ হলে লাভ্যাংশ ব্যতিত প্রদান করা
হবে। মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো সদস্য সঞ্চয়কৃত টাকা উওোলনের জন্য কোনো প্রকার সামাজিক ও
আইনি তদবির করিতে পারবে না।
16) সংগঠনের প্রয়োজনে পরিচালনা কমিটি কোনো সদস্যকে আহবান কিংবা মিটিং এ ডাক দেন তাহলে
প্রত্যেক সদস্যর উপস্থিতি বাধ্যতামূলক
প্রবাসীদের জন্য আলোচনার বিষয়বস্ত জানানো হবে এবং গ্রুপে আপলোড দেয়া হবে।
17) প্রতি বছর ঈদ-উল ফিতর ও ঈদ-উল আযহার পর 2টি সভা অনুষ্টিত হবে।
18) পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে গৃহীত সকল সিন্ধান্ত সর্বোতভাবে কার্যকর বলে বিবেচিত হবে।
19) কোনো সদস্যের কারনে সংগঠনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সকল সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে
উক্ত সদস্যকে বাতিল কিংবা স্থায়ীভাবে বহিস্কার করার ক্ষমতা সংগঠনের থাকবে।
20)পরিচালনা কমিটি ব্যতিত কোনো সদস্য সংগঠনের অর্থ বিনিয়গ করতে পারবে না।
21) পরিচালনা কমিটি থেকে একটা স্টাম্প দিতে হবে। যাতে তারা সকল প্রকার দূর্নীতি থেকে মুক্ত থাকে।
22) পরিচালনা কমিটির মেয়াদ 2 বছর । দুই বছর পর আবার নতুন কমিটি গঠন করতে হবে। এবং নতুন
কমিটিকে সম্পূর্ন হিসাব বুঝিয়ে দিতে হবে।
23)এছাড়াও নতুন কোনো সমস্য দেখা দিলে পরিচলনা কমিটি সভা আহববান করে সকলের মতামতের
ভিত্তিতে সমাধান দিতে পারবেন।
24) সংগঠনের সকল সদস্যের বিপদ-আপদে সংগঠনের কার্যনির্বাহী পরিষদসহ সবাই পাশে থাকার চেষ্টা
করবে।
অনুচ্ছেদ-৯
সদস্যপদ বাতিল *(সংগঠনের প্রকৃতি অনুসারে বেছে নিন)
ক) কোন সদস্যের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র কিংবা সংগঠনের গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কোন কাজ প্রমাণিত হলে তার সদস্যপদ
বাতিল হবে।
খ) সংগঠনের স্বার্থ পরিপন্থী ও আর্থিক ক্ষতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সদস্যপদ বাতিল হতে পারে।
গ) সকল ক্ষেত্রেই কার্যকরী পরিষদের সর্বসম্মতি/ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
ঘ)কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে এবং তা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে।
ঙ)মৃত্যু হলে বা আদালতে নৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হলে।
চ)কোন সদস্য প্রতিষ্ঠানের মাসিক চাঁদা একাধিকক্রমে ৬ মাস প্রদান না করলে।
ঝ) গ্রহণযোগ্য কারন ছাড়া পর পর ৩টি কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থিত না থাকলে।
ঞ)প্রতিষ্ঠানের কাজে পর পর ৬ (ছয়) মাস নিষ্ক্রিয় ও অকর্মন্য হয়ে পড়লে।
ট) সদস্যের স্বভাব, আচরন, মনোবৃত্তত্তি ও কর্মকান্ড প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের পরিপন্থী হলে।
ঠ)পাগল ও উম্মাদ প্রমানিত হলে।
ড)আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে।
ঢ)  মস্তিষ্ক বিকৃতি ও নৈতিক স্খলনের কারনে ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দন্ডিত হলে।
ণ) সদস্যের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লে।
ত)তহবিল তছরুপ করলে এবং অবৈধ চাঁদাবাজি করলে।
ত)গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কাজ করলে এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বেচ্ছাচারী হলে।
দ) সংগঠনে পক্ষ হয়ে সংগঠনের বিষয়ে কোন সদস্য পত্র-পত্রিকায়, সভা-সমিতি, সেমিনারে বিবৃতি প্রদানের
পূর্বে কার্য্যনির্বাহী পরিষদের অনুমতি গ্রহন না করলে।
ধ) সংগঠন স্বেচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক ও লাভজনক ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করলে।
ন) সংগঠনের নামে কোন সদস্য গঠনতন্ত্র বহির্ভূত ও অবৈধভাবে চাঁদাবাজি ও জনগণের কাছ থেকে ডোনেশন/
অনুদান গ্রহন করলে।
প) সংগঠের কার্য এলাকা পরিত্যাগ করলে।
ফ) সংগঠনের মূল্যবান রেকর্ডপত্র স্বেচ্ছাচারীভাবে কুক্ষিগত করে সংস্থার কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে।
ভ) প্রাসঙ্গিক বা অনিবার্য কারণে কোন সদস্যকে বহিষ্কার করার এখতিয়ার সংগঠনের কার্যনির্বাহী এবং
উপদেষ্টা পরিষদ সংরক্ষণ করবেন।
অনুচ্ছেদ-১০
পদ হতে ইস্তফা
ক)কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য অথবা যে কোন সাধারন সদস্যও ইস্তফা দিলে অবশ্যই তার কারণ
উল্লেখ করে সভাপতি বরাবর পেশ করতে হবে।
খ) সভাপতি কার্যকরী পরিষদের সর্বসম্মতি ক্রমে সদস্যের পদত্যাগ পত্র গ্রহণ কিংবা বাতিল করতে পারবেন।
অবশ্য উপদেষ্টা পরিষদের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা ঘটলে উপদেষ্টা পরিষদ নিজেই তার সমাধান করবে।
অনুচ্ছেদ-১১
সদস্যদের অধিকার
ক) সাধারণ সদস্যগণের ভোটাধিকার সংরক্ষিত থাকবে এবং সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মতামত প্রদানের
অধিকারও সংরক্ষিত থাকবে।
খ) সাধারণ সদস্যগণ কতৃক সাধারন সদস্যগণের মধ্য থেকে কার্যনিবাহী পরিষদ নিবাচন করা হবে।
গ)সংগঠন উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়নে সাধারণ সদস্যগণ মতামত ও সুপারিশ পেশ করবেন বা মতামত প্রকাশ
করবেন।
ঘ)সাধারণ সদস্যগণ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অনুমোদন করবেন :
১. গঠনতন্ত্র পরিবর্তন, পরিবর্ধন/পরিমার্জন ও সংযোজন।
২. বার্ষিক হিসাব প্রতিবেদন।
৩. বার্ষিক হিসাব ও বাজেট।
৪. কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন।
৫. ভোটাধিকার প্রয়োগ করা।
        ৩য় ভাগঃ সাংগঠনিক
অনুচ্ছেদ-12 কাঠামো
অন্যান্য
১.
অনুচ্ছেদ-১৪
সংগঠনের তহবিল সংক্রান্ত বিষয়াবলী
নিম্নলিখিত ভাবে সংস্থার তহবিল সংগ্রহ করা যাবে:
ক) সদস্য ভর্তি ফি।
খ) সদস্য চাঁদা।
গ) এককালীন সদস্য চাঁদা।
ঘ) এককালীন অনুদান ও কোন প্রকল্প হইতে আয় এবং ব্যাংক, সংস্থা, ফাউন্ডেশন ও অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান
থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তহবিল গঠন।
ঙ)কোন বিশেষ ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের অনুদান।
চ) সরকারী অনুদান।
ছ) সরকারের বিশেষ প্রকল্প অনুদান/ ঋণগ্রহণ।
জ) যে কোন কাজে বিদেশী দান, অনুদান ইত্যাদি।
অনুচ্ছেদ-১৫
আর্থিক ব্যবস্থাপনা :
ক)    সংগঠনের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এলাকাস্থ বা দেশের যে কোন সিডিউল ব্যাংকে সংস্থার নামে
একটি সঞ্চয়ী/ চলতি হিসাব খুলতে হবে।
খ) উক্ত সঞ্চয়ী/ চলতি হিসাব নম্বর সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং অর্থ সম্পাদক এই তিন
জনের মধ্যে যে কোন ২ জনের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।
গ) সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শক্রমে অর্থ সম্পাদক  চলমান খরচ নির্বাহের জন্য
৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হস্তমজুদ রাখতে পারবেন। হস্তমজুদের টাকা খরচের পর তা পরবর্তী কার্যনির্বাহী
পরিষদের সভায় অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
ঘ) আর্থিক বছর শেষে তহবিলের অর্থ বা জমাকৃত তহবিলের অর্থ সদস্যদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না।
শুধুমাত্র সংগঠনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অর্জনে এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কল্যাণমুখী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ
ও অসহায়দের কাজে খরচ করা যাবে।
ঙ) সংগঠনের প্রয়োজনীয় অর্থ খরচের পূর্বে উত্তোলনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় অনুমোদন গ্রহণ
চ) সংগঠনের নামে সংগৃহিত অর্থ কোন অবস্থাতে হাতে রাখা যাবে না। সংগৃহিত অর্থ প্রাপ্তির পর যথাশীঘ্র
সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা দিয়ে জমার রশিদ সংগ্রহ করতে হবে।
ছ) সকল ব্যাংক লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।
যথাযোগ্য রশিদ ছাড়া এবং কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত ব্যতীত অত্র সংগঠনের নামে কোন চাঁদা গ্রহন করা
যাবে না।উপদেষ্টা এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রশিদ বই, ক্যাশ বই,মজুদ রেজিস্টার,বিতরণ
রেজিস্টার,জমাখরচ রেজিস্টার,বিল ভাউচার সহ আর্থিক স্বচ্ছতার জন্য প্রয়োজনীয় যাঁবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ
করতে হবে।
অনুচ্ছেদ - ১৭
ঋণ পরিশোধ :
সংগঠন কর্তৃক বিভিন্ন ব্যাংক, অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উৎস থেকে গ্রহনকৃত ঋণ পরিশোধ এর দায়দায়িত্ব
সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ বহন করবে।
অনুচ্ছেদ - ১৮
 অডিট :

    প্রতি ১ বৎসর পর পর সংগঠনের সকল আয় ও ব্য়য় উপদেষ্টা পরিষদের নিকট দাখিল করা হবে।

খ) উপদেষ্টা পরিষদ সংগঠনের আয় ব্যয় নিরীক্ষার জন্য একটি অভ্যান্তরীন নিরীক্ষা কমিটি গঠন করবেন।
সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদ সাধারণ সদস্যদের মধ্যে থেকে ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নিরীক্ষা কমিটি গঠন করবে।
প্রতি আর্থিক বছরে অভ্যান্তরীন নিরীক্ষা কমিটি সংগঠনের আয় ব্যয় নিরীক্ষা করবে। প্রয়োজনে উপদেষ্টা
পরিষদ অভ্যান্তরীন নিরীক্ষা কমিটির সদস্য রদবদল করতে পারবে।
অনুচ্ছেদ-১৯
বিবিধ
নির্বাহী পরিষদের বিবেচনায় সংগঠনের কর্মকান্ড পরিচালনায় সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের জন্য কোন
সদস্য/কর্মকর্তা দেওয়ানী/ফৌজদারী মোকদ্দমার সম্মুখীন হলে সংগঠন তাকে আর্থিক সহায়তা সহ
প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করবে।
             ৪র্থ ভাগঃ সভা ও নির্বাচন
অনুচ্ছেদ-২০
বিভিন্ন প্রকার সভা ও সভার নিয়মাবলী :
ক) সাধারণ সভা।
খ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা।
গ) জরুরী সভা।
ঘ) বিশেষ সাধারণ সভা।
   মূলতবী সভা।
চ) তলবী সভা।
সাধারণ সভা :
কমপক্ষে বছরে একবার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং উহা বার্ষিক সাধারণ সভা রূপে গন্য হবে। তবে
বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে বিশেষ সাধারণ সভাও আহবান করা যাবে। সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি
অনুমোদন লাভ করবে। সাধারণ সভা ১৫ (পনের) দিনের নোটিশে সময়, তারিখ ও স্থান উল্লেখ করে আহবান
করা হবে।
১। প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন।
২। বার্ষিক বাজেট ও হিসাব।
৩। বার্ষিক সাধারন সভায় সংগঠনের আয় ব্যয়ের অভ্যন্তরীণ অডিটের জন্য অডিটর মনোনয়ন করা।
৪। সংগঠনের গঠনতন্ত্রের ধারা, উপ-ধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংযোজন।
৫।    সভার সিদ্ধান্ত মোট সদস্যের নূন্যতম ১/৩ অংশের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ন হবে। কোরাম পূর্ন সভায়
সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে।
কার্যর্নির্বাহী পরিষদের সভা :
   বৎসরে কমপক্ষে কার্য্যনির্বাহী পরিষদের ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হবে।
২। নূন্যতম ৩ দিন পূর্বে সময়, তারিখ ও স্থান উল্লেখপূর্বক সভার নোটিশ জারী করিতে হবে। নূন্যতম ১/২
অংশ কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ন হবে। কোরাম পূর্ন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের
প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে।
জরুরী সভা :
জরুরী সভা ৩ (তিন) দিনের নোটিশে সময়, তারিখ ও স্থান উল্লেখ করে আহবান করা যাবে। মোট সদস্যদের
নূন্যতম (দুই তৃতীয়াংশে) এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ন হবে। কোরাম পূর্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার
সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে।
বিশেষ সাধারণ সভা :
যে কোন বিশেষ কারণে সাধারণ সভা ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে নোটিশে আহবান করা যাবে। তবে এ সভায়
বিশেষ এজেন্ডা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। বিশেষ এজেন্ডার উদ্দেশ্য
লিপিবদ্ধ করে যথারীতি নোটিশ প্রদান করতে হবে। মোট সদস্যের নূন্যতম   (দুই তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতে
কোরাম পূর্ন হবে। কোরাম পূর্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে।
মূলতবী সভা :
১। কোরামের অভাবে মূলতবী সাধারণ সভা মূলতবীর তারিখ থেকে পরবর্তী ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সম্পন্ন
করতে হবে। মূলতবী সভার তারিখ হতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে নোটিশ জারী করতে হবে। অনুষ্ঠিত সভার গৃহীত
সিদ্ধান্ত মোট সাধারণ পরিষদ সদস্যদের নূন্যতম (দুই তৃতীয়াংশ) এর সিদ্ধান্তক্রমে চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।
২।    কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা ৩ (তিন) দিনের নোটিশে কোরামের অভাবে মূলতবী হলে দ্বিতীয়বার ৩ (তিন)
দিনের নোটিশে অনুষ্টিত সভার কোরাম পূর্ণ না হলেও যত জন সদস্য উপস্থিত থাকবেন তাদের নিয়েই মূলতবী
সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সভার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।
তলবী সভা :
১। গঠনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের সভা আহবান না করলে কমপক্ষে
মোট সদস্যদের নূন্যতম (দুঁই তৃতীয়াংশ) সদস্য- একজন আহবায়ক মনোনীত করে বিশেষ সাধারণ সভার
কর্মসূচীর এজেন্ডা বা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে স্বাক্ষর দান করতঃ তলবী সভার আবেদন সংগঠনের সভাপতি/
সাধারণ সম্পাদকের কাছে জমা দিতে পারবেন।
২। সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক তলবী সভার আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে তলবী সভার
আহ্বান করবেন। তলবী সভার আবেদন প্রাপ্তির ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক
তলবী সভা আহবান না করলে ২১ (একুশ) দিনের মেয়াদ উর্ত্তীনের তারিখ হতে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে
১৫ (পনের) দিনের নোটিশে সাধারন সদস্যগন আহবায়কের নের্তৃত্বে তলবী সভা আহবান করতে পারবেন। মোট
সদস্যের   (দুই তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতিতে কোরাম পূর্ন হবে। কোরাম পূর্ন সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের প্রস্তাব
সভার সিদ্ধান্ত হিসেবে গৃহীত হবে। তলবী সভা সংগঠনের কার্যালয়ে আহবান করতে হবে।
অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিঃ
সম্ভব হলে বছরে একটি বনভোজন,সম্মেলন,মিলনমেলা, নবীন বরণ, ইফতার পার্টি ইত্যাদি অনুষ্ঠান আয়োজন
করা হবে। তবে পারস্পরিক পরিচিতি, সৌহার্দবোধ,বন্ধন এবং ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টিই অনুষ্ঠানাদির মূল লক্ষ্য বলে
বিবেচিত হবে।
```

ভোটের প্রনালী : এক ব্যক্তি একটি পদে একটি করে ভোট প্রদান করবেন এবং কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট দেওয়া যাবে না। নির্বাচনের ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করবেন। নির্বাচন বিষয়ে কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। অনুচ্ছেদ-২৪ বিবিধ (ক) যেকোনো সদস্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবে। (খ) একজন সদস্য একই সাথে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য মনোনয়ন পেতে পারবে। তবে যদি দুটি পদেই একই ব্যাক্তি জয়লাভ করে তবে, উক্ত ব্যক্তির পছন্দের পদটি তাকে দেয়া হবে। এবং অন্য পদের জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত হয়ে যাবে। (গ) কোনো পদের বিপরীতে একের অধিক প্রার্থী না পাওয়া গেলে তিনিই বিনা ভোটে নির্বাচিত হবে, কিন্তু কার্যনির্বাহী পরিষদ চাইলে যে কোনো সদস্যকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিবে। এবং ঐ সদস্য তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। (ঘ)কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ হবে ২(দুই) বছর।তবে অনিবার্য কারণে নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব না হলে উপদেষ্টা পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারবেন অথবা অন্য সদস্যদের সমন্বয়ে নতুন অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠন করতে পারবেন তবে উক্ত কমিটির মেয়াদ ৬(ছয়) মাসের বেশি হবেনা।যদি এরপরও নির্বাচন আয়োজন সম্ভব না হয় তবে উপদেষ্টা পরিষদ কার্যকরী যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন। ৫ম ভাগঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন,আইনের প্রাধান্য এবং সংগঠনের বিলুপ্তি অনুচ্ছেদ-২৫ গঠনতন্ত্র সংশোধন,পরিমার্জন এবং সংযোজন (ক) গঠনতন্ত্রে বর্ণিত কোনো অনুচ্ছেদ/ধারা বা উপ অনুচ্ছেদ/উপ বিধি সংশোধন, সংক্ষেপণ অথবা

পরিমার্জনের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ কারণ দর্শানো সাপেক্ষে সদস্যদের হাঁ্য /না ভোট গ্রহণ করবেন।সাধারণ সভায় মোট সদস্যের নূন্যতম (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে/ সমর্থনের মাধ্যমে তা গৃহীত হবে। (খ) বিশেষ পরিস্থিতিতে উপদেষ্টা পরিষদ গঠনতন্ত্রের কোনো অনুচ্ছেদ/ধারা অস্থায়ী ভাবে সংশোধন ও

যদি কোন অনিবার্য কারণে সংস্থার বিলুপ্তির প্রশ্ন ওঠে তবে সংস্থার সকল দায়দেনা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক পরিশোধ করে মোট সদস্যের নূন্যতম ৩/৫ (তিন পঞ্চামাংশ) সাধারণ সদস্যের সিদ্ধান্তক্রমে সংস্থার বিলুপ্তি

(ক) কোন সদস্যের বিরুদ্ধে দেশ কিংবা সংগঠনের গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কোন কাজ প্রমাণিত হলে তার সদস্যপদ

(ক) কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্য অথবা যে কোন সাধারন সদস্যও ইস্তফা দিলে অবশ্যই তার কারন উল্লেখ

(খ) সভাপতি কার্যকরী পরিষদের সর্বসম্মতি ক্রমে সদস্যের পদত্যাগ পত্র গ্রহন কিংবা বাতিল করতে পারবেন।

অবশ্য উপদেষ্টা পরিষদের ক্ষেত্রে এরকম ঘটনা ঘটলে উপদেষ্টা পরিষদ নিজেই তার সমাধান করবে।

(ক) সাধারন পরিষদ : অত্র সংগঠনের সকল সদস্যদের নিয়েই সাধারন পরিষদ গঠিত হবে।

ব্যাচসমূহের সকল সদস্যই প্রটোকল এর ভিত্তিতে উপদেষ্টা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

করবে,যাঁরা কিনা কার্যকরী পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করবে।

(খ)কার্যকরী পরিষদ : সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 15 জন সদস্যের কার্যকরী কমিটি

(গ) উপদেষ্টা পরিষদ : প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ের সম্মানিত সদস্য থেকে বর্তমান কমিটির বাইরে থাকা (সিনিয়র)

(৬) কার্যকরী পরিষদের সভাপতি অবশ্যই কার্যকরী উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে

(ঘ) কার্যকরী উপদেষ্টা পরিষদঃ সদ্য সাবেক হওয়া সভাপতিকে পদাধিকার বলে সংযুক্ত করে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা নিজেদের মধ্য হতে সর্বোচ্চ ৬ জন কে কার্যকরী উপদেষ্টা পরিষদের জন্য মনোনীত

(খ) সংগঠনের স্বার্থ পরিপন্থী ও আর্থিক ক্ষতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সদস্যপদ বাতিল হতে পারে।

(গ) সকল ক্ষেত্রেই কার্যকরী পরিষদের সর্বসম্মতি/ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ : সাধারণ সদস্যবৃন্দের প্রস্তাবনা, সমর্থন ও গোপন ব্যালটের মাধ্যমে/অনলাইনে কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচিত হবে।সদস্যবৃন্দের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবে।অতঃপর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শক্রমে পূর্নাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করবেন। খ) মেয়াদ : নির্বাচিত বা মনোনীত হওয়ার দিন হতে পরবর্তী দুই বছর মেয়াদ পর্যন্ত কার্যনির্বাহী পরিষদের

সংস্থার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না বা সংস্থার সদস্য নন এমন ৩ (তিন) জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমন্বয়ে ১ জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও ২ জনকে সদস্য করে উপদেষ্টা পরিষদ কর্তৃক ৩ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন

অনুচ্ছেদ-২১ নির্বাচন পদ্ধতি

অনুচ্ছেদ-২২ নির্বাচন কমিশন

অনুচ্ছেদ-২৩

মেয়াদকাল বলবৎ থাকবে।

গঠিত হবে। নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশন বিলুপ্ত হবে।

সংযোজন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবেন।

অনুচ্ছেদ-২৭ সংস্থার বিলুপ্তি :

করা যাবে

বাতিল হবে।

৫। সদস্য পদ বাতিলঃ

৬। পদ হতে ইস্তফাঃ

করে সভাপতি বরাবর পেশ করতে হবে।

৭। সংগঠনের সাংগঠনিক কাঠামো হবে ৪ স্তরের, যথাঃ

থাকবে। (প্রয়োজনে পদের সংখ্যা পরিবর্তিত হতে পারবে)

কার্যকরী উপদেষ্টা পরিষদের মেয়াদও ০2 বছর।

৩য় ভাগঃ সাংগঠনিক কাঠামো

(খ) কার্যকরী পরিষদ (গ) উপদেষ্টা পরিষদ

সিদ্ধান্ত গ্রহন করবেন।

৯। কমিটি কাঠামোঃ

প্রতিষ্টাতা সভাপতি 01 সভাপতি 01জন সহ সভাপতি ০2 জন সাধারন সম্পাদক ০১ জন

(ক) স্থায়ী পরিষদ(আজীবন সদস্য)

৮। পরিষদ সমূহের কার্যাবলীর বিবরণঃ

কমিটির মেয়াদকাল হবে o2 বছর।

(ঘ) কার্যকরী উপদেষ্টা পরিষদ

যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ০2 জন সাংগঠনিক সম্পাদক ০১ জন সহ সাংগঠনিক সম্পাদক ০2জন কোষাধ্যক্ষ ০১ জন সহ কোষাধ্যক্ষ ০২ জন প্রচার, প্রকাশনা ও গণসংযোগ সম্পাদক ০১ জন ১০। কার্যকরী পরিষদের সদস্যদের ক্ষমতা ও দায়িত্বাবলীঃ (ক) সভাপতিঃ তিনি সংগঠনের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হবেন। তিনি সকল সভার সভাপতিত্ব করবেন এবং সভা পরিচালনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তার উপর ন্যস্ত থাকবে। এছাড়া তিনি সাধারণ পরিষদের সভারও সভাপতিত্ব

করবেন । বিশেষ জরুরি অবস্থায়, সাধারণ সম্পাদক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সভা আহ্বান না করলে তিনি তা আহ্বান করতে পারবেন। সভার প্রয়োজনীয় খরচ বাবদ সভাপতি বাজেট অনুমোদন করতে পারবেন ।

(খ) সহ সভাপতিঃ সহ সভাপতি,সভাপতিকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করবেন, তাঁর অবর্তমানে তিনি সভাপতির স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁর কাজ চালাতে পারবেন । সহ সভাপতি, সভাপতিকে সহযোগিতা করবেন।দুজনেরই

(গ) সাধারণ সম্পাদকঃ সভাপতির সঙ্গে আলোচনাক্রমে তিনি সংগঠনের সকল সভা আহ্বান করবেন এবং সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করার ব্যাবস্থা গ্রহণ করবেন। সংগঠনের স্বার্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব ও প্রশাসনিক কার্যভার তার উপর ন্যস্ত থাকবে এবং কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্বও তাঁকে পালন করতে হবে। সংগঠনের নথিপত্র ও সম্পদ তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকবে এবং এ ব্যাপারে তিনি একটি রেজিস্টার খাতা রাখবেন। সভাপতির সাক্ষর থাকবে। তিনি বছরের কার্যবিবরণী প্রস্তুত করবেন এবং তা কার্যকরী পরিষদেও

(গ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকঃ সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (ক্রমানুসারে) তাঁকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবেন এবং সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতি বা অবর্তমানে যুগ্ম সাধাররণ

অনুপস্থিতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন কার্যকরী উপদেষ্টা পরিষদ হতে মনোনীত কেও।

অনুমোদনক্রমে, তা বার্ষিক সাধারণ সভায় পেশ করবেন ।

সম্পাদক তাঁর সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন ।

১২। কার্যকরী পরিষদ নির্বাচনঃ

সংযোজন করার ক্ষমতা সংরক্ষন করে।

ভোটের মাধ্যমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবে।

(ঘ) সাংগঠনিক সম্পাদকঃ সংগঠনের যাবতীয় প্রোগ্রাম অ্যারেন্জমেন্টে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা।

(৬) সহঃ সাংগঠনিক সম্পাদকঃ সাংগঠনিক সম্পাদককে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন এবং তাঁর অবর্তমানে দায়িত্ব পালন করবেন।

(চ) কোষাধ্যক্ষ/ অর্থ সম্পাদকঃ তিনি সংগঠনের তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন। কার্যকরী পরিষদ ও সংগঠনের বার্ষিকসভায় নিরীক্ষ বার্ষিক আয় – ব্যয়ের হিসাব পেশ করবেন।

(ছ) সহঃ কোষাধ্যক্ষ/ অর্থ সম্পাদকঃ অর্থ সম্পাদককে সহযোগিতা করবেন এবং তাঁর অবর্তমানে দায়িত্ব পালন করবেন।

(ট) প্রচার, প্রকাশনা ও গণসংযোগ সম্পাদকঃ তিনি সভাপতি / সাধারন সম্পাদকের নির্দেশনানুযায়ী ও কমিটির সিধান্ত অনুযায়ী সংগঠনের কার্যক্রম প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন বাক্তি, দাতা-গোষ্ঠী ও বিভিন্ন অনলাইন-অফলাইন প্রচার মাধমের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। এছাড়া বার্ষিক প্রকাশনা/ সুভেন্যুর তৈরি /

ম্যাগাজিন প্রকাশনা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও দায়িত্ব পালন করবেন।
৪র্থ ভাগঃ সভা ও নির্বাচন
১১। সভার বিবরণঃ
(ক) সাধারণ সম্পাদক সভাপতির অনুমোদনক্রমে জরুরি নোটিশে বার্ষিক বিশেষ সাধারণ সভা আহ্বান করবেন। এ সভায় নতুন মেয়াদে কার্যকরী পরিষদ ও কার্যকরী উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে।
(খ) কার্যকরী পরিষদ সভাঃ সাধারণ সম্পাদক, সভাপতির সাথে পরামর্শ করে সভার আলোচ্য সূচি, তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করবেন। সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) দিন আগে নোটিশ দিয়ে সাধারণ সম্পাদক যে কোন সময় পরিষদের সভা আহ্বান করবেন।

(গ) সাধারণ সভাঃ সময়, সুযোগ বুঝে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।সাধারণ সম্পাদক সভা অাহবান করবেন।

(ক) কার্যকরী উপদেষ্টা পরিষদের তত্ত্বাবধানে একটি অস্থায়ী নির্বাচন কমিটি গঠন করে সদস্য সমুহের প্রত্যক্ষ

(খ) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কার্যকরী উপদেষ্টা পরিষদের পরামর্শ ক্রমে পূর্নাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করবেন।

(গ) যেকোনো সদস্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য পার্থী হতে পারবে।

(ঘ) একজন সদস্য একই সাথে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য মনোনয়ন পেতে পারবে। তবে যদি দুটি পদেই একই ব্যাক্তি জয়লাভ করে তবে, উক্ত ব্যক্তির পছন্দের পদটি তাকে দেয়া হবে। এবং অন্য পদের জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তি সয়ংক্রিয় ভাবে নির্বাচিত হয়ে যাবে।

(ঙ) নির্বাচন প্রক্রিয়া সচ্ছ হতে হবে, এবং তা ব্যালটের মাধ্যমে হতে হবে।

(চ) কোনো পদের বিপরীতে একের অধিক প্রার্থী না পাওয়া গেলে তিনিই বিনা ভোটে নির্বাচিত হবে, কিন্তু কার্যকরী পরিষদ চাইলে যে কোনো সদস্য কে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিবে। এবং ঐ সদস্য তা মেনে নিতে বাধ্য

(চ) কোনো পদের বিপরীতে একের অধিক প্রার্থী না পাওয়া গেলে তিনিই বিনা ভোটে নির্বাচিত হবে, কিন্তু কার্যকরী পরিষদ চাইলে যে কোনো সদস্য কে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দিবে। এবং ঐ সদস্য তা মেনে নিতে বাং থাকবে।

৫ম ভাগঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন

১৩। গঠনতন্ত্র সংশোধনঃ

(ক) গঠনতন্ত্রে বর্ণিত কোনো ধারা সংশোধন, সংক্ষেপন অথবা পরিমার্জনের জন্য কার্যকরী উপদেষ্টা পরিষদ কারণ দর্শিয়ে সদস্যদের হ্যা/না ভোট গ্রহণ করবেন।

(খ) বিশেষ পরিস্থিতি তে কার্যকরী উপদেষ্টা পরিষদ গঠনতন্ত্রের কোনো ধারা অস্থায়ী ভাবে সংশোধন ও

